Rajshahi University journal of arts & law Vol. 49 (2021) pp. 113-127
ISSN 2309-0898

বিংশ শতাব্দীতে মিসরে আরবী নাট্যচর্চার বিকাশ: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. সাজিদুল হক*

Abstract

Though drama in Arabic literature was introduced in the middle period of the nineteenth century, major developments of the Arabic drama were made in the twentieth century in Egypt. A lot of Egyptian dramatists devoted themselves to the writing of Arabic drama and acquired considerable reputation in this field. They played a leading role in the development of Arabic drama by introducing new and changing the dialogue in the standard form. Even Egyptian government made a great contribution by establishing a lot of theaters for dramatic performances. It is clear that the dramatic culture of Egypt in the twentieth century increased the importance and dignity of Arabic drama not only in Arabic literature, but in the world literature also. The main objective of this article is to focus on the development of Arabic dramatic culture in Egypt in the 20th century and evaluate the renowned dramatists. There is no doubt that the readers and researchers of literature will be benefited by this article and will be able to evaluate Arabic drama and to compare it with dramatic literatures in other languages of the world.

Keywords: *Arabic Drama, History & Development, Dramatic Culture, Egyptian government*, *Egyptian Dramatists.*

ভূমিকা

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) মিসর আক্রমণের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের নবজাগরণের সূত্রপাত হলেও মিসরে আরবী নাটকের চর্চা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর পুরো সময় জুড়ে মিসরে আরবী নাটকের ব্যাপক বিকাশ ও সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে মিসরীয় নাট্যকারগণ মৌলিক আরবী নাটক রচনা করতে সক্ষম হন এবং আরবী নাট্যশিল্পে নতুন নতুন ধারা সংযোজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আরবী নাট্যশিল্প পরিপক্কতা অর্জনের মাধ্যমে আরব বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে, এমনকি আরব ভূখণ্ডের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিতি লাভ করে। শিল্প ও সাহিত্যবিচারে বিশ্বসাহিত্য দরবারে আরবী নাটকের গুরত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং আরবী নাট্যচর্চা বিকাশের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীকে সোনালী অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে নাট্যশিল্প আধুনিক আরবী সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখায় পরিণত হওয়ায় তার প্রতি বিরাট সংখ্যক পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধায় বিষয়টির চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় নিয়ে এ গবেষণাকর্মটি পরিচালনার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধটি সাহিত্য পাঠক ও গবেষকবৃন্দকে মিসরের নাট্যচর্চা সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যবহুল ধারণা প্রদানসহ বিংশ শতাব্দীতে নাট্যসাহিত্যের বিকাশে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালনকারী নাট্যকারদের অবদান মূল্যায়নের সুযোগ প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, E-mail: sazidulhaque.ru@gmail.com

আরবী সাহিত্যে নাটক

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গ্রীকে নাট্যশিল্পের উদ্ভব ঘটে।[২] পরবর্তীতে রোমান সাহিত্যে নাট্যশিল্পের চর্চা শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে শিল্পসাহিত্য চর্চায় অগ্রসর অন্যান্য জাতির মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন যুগে নাট্যচর্চার তেমন কোনো প্রমান ও তথ্য পাওয়া যায় না।[২] এমনকি শত বছরের উমাইয়্যা যুগ (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) পেরিয়ে আব্বাসী যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) দীর্ঘ পাঁচশত বছরেও আরবী সাহিত্যে নাটকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না।[৩] মূলত আরবরা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে লালন করার ব্যাপারে বেশী আগ্রহী হওয়ায় অন্যের লোকাচার উপলব্ধি করতে চায়নি। তাছাড়া আরবরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির তুলনায় নিজেদেরকে উৎকৃষ্ট মনে করত। পরবর্তী যুগে আরব বিশ্ব মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নাটক কিছুটা অপছন্দনীয় ছিল। বিধায় ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে আরবী সাহিত্যে নাট্যচর্চার তেমন সুযোগ হয়ে উঠেনি। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক ড. খালীফা হাজরী উল্লেখ করেন:[৪]

> *First of all it is necessary to recognize that the early Muslims had no knowledge or experience of drama. Pre-Islamic literature was poetic, and although it contained dramatic elements the poetry of the pagan era knew no drama. With the spread of the Islamic empire and Muslims' contact with the Byzantine and Sasanian (Persian) civilizations, new learning began to make its mark on Islamic culture. In the ninth century particularly, many Greek works were translated, but the translations were mostly made not from Greek but from Syriac; and no ancient Greek dramatic works had been translated into Syriac, because the Syriac scholars, who were mostly Christians, Jews or Zoroastrians, were either uninterested in or hostile to pagan literature. Thus works of philosophy, medicine, the exact sciences, mathematics and astronomy were translated into Arabic, but no drama, poetry, belles-lettres or history.*

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিসর আক্রমণের সময় থেকে আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ যুগের সূচনা হয়।[৫] এ সময় থেকে পাশ্চাত্যের সাথে আরব বিশ্বের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আধুনিকতার ছোঁয়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা তথা কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের পাশাপাশি আরবী সাহিত্যে নাট্যশিল্পের চর্চা শুরু হয়। আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে লেবাননে ইউরোপীয় নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে নাটকের অনুপ্রবেশ ঘটে।[৬] এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন লেবাননের বিখ্যাত নাট্যকার মারূন নাক্কাশ (১৮১৭-১৮৫৫ খ্রি.)।[৭] ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে পিতার সাথে দেশ-বিদেশ ভ্রমন করতে গিয়ে তিনি ইতালিতে বহুবার যাত্রাবিরতি করেন। ইতালি ভ্রমণকালে সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি নাটকের মঞ্চায়ন প্রত্যক্ষ করে এ শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং আরবীতে নাটক রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।[৮] পরবর্তীতে তিনি এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করেন এবং তাঁর কতিপয় বাছাইকৃত বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিয়ে একটি নাট্যদল গঠন করে নাটক মঞ্চস্থের কলা-কৌশল শিক্ষা দেন।[৯] তিনি সর্বপ্রথম ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি নাট্যকার মলিয়র রচিত *The Miser* নাটকের আদলে *আল বখীল* (البخيل : কৃপণ) নামক নাটকটি আরবীতে অনুবাদ করেন, যা পরবর্তী বছর তাঁর নিজ গৃহে মঞ্চস্থ করা হয়।[১০] মূলত তাঁর মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে নাট্যশিল্পের যাত্রা শুরু হওয়ায় তাঁকে আরবী নাটকের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১১] পরবর্তীতে মারুন নাক্কাশের তিরোধানের পর ভ্রাতুস্পুত্র সালীম নাক্কাশ পিতৃব্যের মশালকে ধারণ করে তাঁর সূচিত পদক্ষেপকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে আসেন এবং নাট্যশিল্পের বিকাশে অগ্রণী

ভূমিকা পালন করেন। তিনি মারুন নাক্কাশ কর্তৃক নির্মিত মঞ্চটিকে গির্জায় পরিণত করে আরেকটি নতুন নাট্যমঞ্চ তৈরী করেন এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সমন্বয়ে বৈরুতে একটি নাট্যগোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে এ শিল্পের হাল ধরেন।

মিসরে আরবী নাট্যচর্চার সূচনা

মিসরে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবেশ সৃষ্টিতে ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন এর আগমন ইতিবাচক অধ্যায়ের সূচনা করে।[১২] তিনি মিসরে আগমনের পর সেখানে ফরাসি মডেলে রিসার্চ একাডেমি, পাঠাগার, প্রেস, রসায়নাগার ও গবেষণাগার স্থাপনের পাশাপাশি ১৭৯৮ খিস্টাব্দে নাট্যমঞ্চও প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩] সৈন্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি প্রতি মাসের শেষ রজনীতে ফরাসি ভাষায় নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করেন।[১৪] কিন্তু ফরাসি ভাষার নাটক আরবীভাষী মিসরীয়দের মাঝে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিদের প্রস্থানের সাথে সাথে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

খেদিভ ইসমা'ঈল পাশা[১৫] মিসরের সিংহাসনে আরোহণের পর নাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তিনি অভিনেতাদের অনুপ্রাণিত করেন এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন, এমনকি মাঝে মাঝে তাদের অভিনীত নাটক দেখতেও তিনি নাট্যশালায় আসেন। মিসরের সুয়েজখাল[১৬] খননের সময় ১৮৬৮ খিস্টাব্দে তিনি সেখানে একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইতালি ভাষায় রচিত *রীজূলীতূ* (Rigoletto : ইতালীয় এক ব্যক্তির নাম) নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়।[১৭] ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কায়রোতে অপেরা হাউজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর নির্দেশে ফরাসী বিশেষজ্ঞ মারীত পাশা (Auguste Mariette Pasha) ও ইতালিয়ান নাট্যকার অ্যান্টনিও গিসলানজোনির (Antonio Ghislanzoni) সহায়তায় মিসরীয় প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য অবলম্বনে ইতালি ভাষায় *আইদাহ* (Aida : ইথিওপিয়ান এক রাজকুমারী নাম) নাটকটি রচিত হলে উক্ত নাট্যমঞ্চে তা অভিনীত হয়।[১৮] ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত নাটকটি মিসরীয় যুবকদের মনে তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি করে।[১৯] এছাড়াও খেদিভ ইসমা'ঈল উযবেকিয়া নাট্যমঞ্চ নির্মাণেও সহায়তা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আমলেই কতিপয় মিসরীয় ও সিরীয় নাট্যদলের সহায়তায় মিসরে নাট্য আন্দোলনের স্বর্ণযুগ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে নেভিল বারবার উল্লেখ করেন:[২০]

> *The establishment of the theatre in Egypt, like many other western innovations, was aided by the initiative of the Khedive Ismail. The Suez Canal was completed in the year 1869; to celebrate its opening the Khedive decided to form the Ezbekia Gardens and to build the Opera House which still exists beside them.*

মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে মিসরে আরবী নাটকের চর্চা ও বিকাশের সূচনা হয়। এ সময়ের পূর্বে মিসরে নাট্যচর্চার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হলেও সেগুলো আরবী ভাষায় মঞ্চস্থ হয়নি, বরং ইতালি ও ফরাসি ভাষায় মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীতে ইউরোপীয় নাট্যশিল্পের প্রভাবে মিসরীয় নাট্যকারগণ নাট্যচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং ধীরে ধীরে আরবী ভাষায় অনূদিত ও মৌলিক নাটক রচনা শুরু করেন।[২১] এ ক্ষেত্রে বিখ্যাত নাট্যকার ইয়া'কূব সানূ' কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তিনি ইতালিতে পড়াশুনা করার সময় প্রচুর মঞ্চনাটক দেখার সুযোগ লাভ করেন। ফলে তখন থেকেই তিনি নাট্যশিল্পের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। দেশে ফিরে এসে তিনি নাট্যচর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং মোট বত্রিশটি নাটক রচনা করেন, যার মধ্যে কিছু অনূদিত ও কিছু মৌলিক রচনা রয়েছে।[২২] তিনি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মিসরে প্রথম আরবী নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে তাঁর রচিত ও অনূদিত নাটক মঞ্চস্থ করা হত। তিনি তাঁর নাটকসমূহে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী তুলে ধরেন এবং ১৮৭৩ খিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর নাট্যচর্চার কার্যক্রম চালু থাকে। অবশেষে *আল ওয়াতান ওয়াল হুররিয়্যাহ* (الوطن والحرية : মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা)

নাটকে খেদীভ ইসমা'ঈল পাশার সমালোচনা করায় তাঁর নাট্যমঞ্চ বন্ধ করে দেয়া হয়।[২৩] আধুনিক আরবী নাটকের বিকাশে তাঁর ব্যাপক অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক মিসরীয় নাটকের জনক বলা হয়। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. মাত্তি মূসা মনে করেন তাঁর সাহিত্যকর্ম ও চিন্তা-ভাবনা আধুনিক আরবী নাটকের বিকাশে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:[২৪]

> *The literary activity of Ya'qub Sanu and the birth of popular Egyptian drama constitute an important phase in the growth of modern Arabic literature, particularly worthy of our attention because Sanu's work was to a high degree representative of his nation's spirit and sentiment.*

তৎকালীন মিসরীয় সরকার নাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করায় মিসরকে নাট্যচর্চার অনুকূল দেশ বিবেচনা করে বিভিন্ন আরব দেশের অভিনেতা ও নাট্যকারগণ মিসরে আগমন করতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় লেবাননের সালীম নাক্কাশ তাঁর গঠিত নাট্যদলকে নিয়ে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থানান্তরিত হন।[২৫] নাট্যদলটি বারো জন অভিনেতা ও চার জন অভিনেত্রীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। যিযনিয়া নাট্যমঞ্চে এ দলটি অনেকগুলো আরবী নাটক মঞ্চস্থ করেন।[২৬] পরবর্তীতে সিরিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক আদীব ইসহাক তাঁর দলে যুক্ত হন। তাঁদের উভয়ের যৌথ নেতৃত্বে সেখানে একটি নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠে। সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা নাটক মঞ্চস্থের ব্যবস্থা করেন। মিসরে নাট্যচর্চা বিকাশের লক্ষ্যে তাঁরা নাটকের পাঠ্যসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ নেন এবং ইউরোপীয় নাটক আরবীতে অনুবাদ ও নাট্যদলের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[২৭] এ ক্ষেত্রে ইসমা'ঈল পাশা তাঁদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। ফলে মিসরে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

বিংশ শতাব্দীতে মিসরে আরবী নাট্যচর্চার বিকাশ

মিসরে আরবী নাট্যচর্চার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীকে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এ দীর্ঘ সময়ে মিসরীয় নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকের রচনাশৈলী, ভাষা, বিষয়বস্তুসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হন এবং তাঁদের নাট্যশিল্প আরব বিশ্বে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, বিংশ শতাব্দীতে মিসরীয় নাট্যকারদের নাট্যচর্চা আধুনিক বিশ্বকে এক নব উম্মাদনায় উন্নীত করে। তাঁদের অসামান্য অবদান ও অগ্রণী ভূমিকার মাধ্যমে আরবী নাট্যশিল্প বর্তমানে বিশ্বসাহিত্য দরবারে প্রতিযোগিতার কাতারে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তাঁদের সৃজনশীল নাট্যকর্ম আরব ভাষাভাষী লোকজনসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠির নিকট অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

মিসরীয় নাট্যশিল্পে প্রশিক্ষিত নাট্যকার ও অভিনেতাদের আগমন

মিসরে আরবী নাট্যশিল্প বিকাশের যাত্রা শুরু হয় মূলত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। নাট্যশিল্পের সূচনা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত মিসরে আরবী নাট্যশিল্প একই ধারাবাহিকতায় চর্চা হতে থাকে।[২৮] এ দীর্ঘ সময়ে মিসরীয় নাট্যকারগণ শুধু নিজস্ব আগ্রহ ও চর্চার মাধ্যমে নাট্যশিল্পে পদাচারণ করেন। নাট্যশিল্পের উপর তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক তেমন কোনো শিক্ষা ছিলনা বললেই চলে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে মিসরের নাট্যচর্চায় একধাপ উন্নতি হয়। এ সময়ে প্রশিক্ষিত নাট্যকার ও অভিনেতাদের মাধ্যমে নাট্যচর্চা শুরু হয়। তৎকালীন মিসরীয় সরকার প্রধান দ্বিতীয় খেদীভ আব্বাস নাট্যশিল্পের বিকাশে প্রশিক্ষিত নাট্যকার ও অভিনেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী জর্জ আবয়াদকে (১৮৮০-১৯৫৯ খ্রি.) নাট্যশিল্প অধ্যয়নের জন্য ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। তিনি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস থেকে নাট্যশিল্পে পাণ্ডিত্য অর্জন করে দেশে ফিরে আসলে মিসরের নাট্যচর্চায় নতুন গতি সঞ্চার হয়।[২৯] তিনি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে একটি নাট্যদল গঠন করেন, যা বিভিন্ন অনূদিত নাটক মঞ্চস্থ করে।

পরবর্তীতে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত অভিনেতা ইউসুফ ওয়াহবী (১৮৯৮-১৯৮২ খ্রি.) ইতালি থেকে প্রশিক্ষণ শেষে মিসরে প্রত্যাবর্তন করে জর্জ আবয়াদকে সাথে নিয়ে নাট্যচর্চায় নিয়োজিত হন। ক্রমাগত চারদশক যাবৎ মিসরীয় নাট্যমঞ্চে তাঁর অসাধারণ কীর্তি অব্যাহত ছিল।[৩০] তিনি নিজ রচনার পাশাপাশি একাধিক ফরাসি নাটক অনুবাদ করেন। তাঁর গঠিত 'রামসীস' নাট্যদলটি এমন একটি বিদ্যালয়ে কাজ করে যা থেকে অনেক নাট্যাভিনেতা বের হয়ে আসে, যারা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অনূদিত প্রায় শতাধিক নাটক মঞ্চস্থ করে।[৩১] এ সব নাট্যশিল্পীরা আরবী নাট্যচর্চাকে ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ফলে মিসরে আরবী নাট্যচর্চায় ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। নাট্যদলগুলোর প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে অনেক লেখক *আলফু লায়লা ওয়া লায়লা* (ألف ليلة وليلة : এক হাজার একটি রজনী) এর বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং আরবী নাট্যধারাকে আরো সমৃদ্ধ করে এর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেন।[৩২] তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে আরবী নাটকে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমান্বয়ে মিসরীয়রা নাট্যশিল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে।[৩৩]

নাট্যচর্চায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

মিসরের নাট্যচর্চায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা সংযুক্ত হয় খেদিভ ইসমা'ঈল পাশার আমল থেকে। তবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে নাট্যশিল্পের বিকাশে মিসর সরকার আরো কতিপয় প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।[৩৪] এ সময় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন নাট্যদল ও নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করা হয় এবং সৃজনশীল নাট্যকর্মের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৫ খিস্টাব্দে মিসরীয় সরকার "আল ফিরকাতুল কাওমিয়্যাহ" (الفرقة القومية) নামে একটি জাতীয় নাট্যদল গঠন করে। খলীল মুতরানকে উক্ত দলের প্রধান করে মিসরের অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদেরকে (ড. আহমাদ মাহের, ড. মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল, মুস্তফা আব্দুর রাযযাক, ড. ত্বোহা হুসাইন, তাওফীক আল হাকীম, অধ্যাপক মুহাম্মাদ আল উশমাবী) নাট্যদলটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩৫] এ নাট্যদলটি প্রথম মওসুমে (১৯৩৬ সালের অক্টোবর) তাওফীক আল হাকীম কর্তৃক রচিত *আহলুল কাহাফ* (أهل الكهف : গুহাবাসী), খলীল মুতরান কর্তৃক শেক্সপিয়রের *The Merchant of Venice* অবলম্বনে অনূদিত *তাজিরুল বান্দুকিয়্যাহ* (تاجر البندقية : বন্দুক ব্যবসায়ী) ও পিয়ের কর্নেই এর *Le Cid* অবলম্বনে অনূদিত *আস সাইয়্যিদ* (السيد : মনিব), ড. ত্বোহা হুসাইন কর্তৃক রেসিনের *Andromaque* অবলম্বনে অনূদিত *আন্দ্রোমাক* (اندروماك : সম্রাজ্ঞী আন্দ্রোমাক) নাটক মঞ্চস্থ করে।[৩৬] ১৯৪২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নাট্যদলটিকে বাতিল ঘোষণা করে এবং এর পরিবর্তে ১৯৪৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর "ফিরকাতুল মিসরিয়্যাহ লিত তামছীল ওয়াল মূসীকী" (الفرقة القومية للتمثيل والموسيقي) নামে অন্য আরেকটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করে।[৩৭] মূলত এ শতাব্দীতে মিসরীয় নাট্যশিল্পের উন্নয়নে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় মিসর নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের তুলনায় এগিয়ে যায় এবং নাট্যশিল্পের লালন কেন্দ্র হিসেবে আরব বিশ্বে পরিচিতি পায়।

বিভিন্ন নাট্যদল ও নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা

মিসরে আরবী নাটকের বিকাশের ক্ষেত্রে নাট্যদলের অবদান অনস্বীকার্য। মিসরীয় সরকারের উদ্যোগে গঠিত নাট্যদল ছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে নাট্যচর্চাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন মিসরে বিভিন্ন নাট্যদল গড়ে উঠে। এসব নাট্যদলের মধ্যে আবদুল্লাহ ওকাসা নাট্যদল, শায়খ সালামা হিজাজী নাট্যদল, নাজীব রায়হানী নাট্যদল, আলী কাসসার নাট্যদল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৮] পরবর্তীতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন নাট্যদল ও নাট্য মঞ্চ প্রতিষ্ঠা পায়। এ সময়টিতে নাট্যদলের পাশাপাশি আরব বিশ্বে নাট্যশিল্পকে কেন্দ্র করে বহু কোম্পানী গড়ে উঠে। তারা বিশেষ ঋতুতে ও বিশেষ সময়ে অপেরা ও নাটক মঞ্চস্থ করে টিকেটের মাধ্যমে

অর্থ উপার্জন করে। এ সময়ে 'রামসীস' (رمسيس) নাট্যগোষ্ঠী মিসর ছাড়াও সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে খুবই পরিচিতি লাভ করে।[৩৯] মূলত এ শতাব্দীতে মিসরে নতুন নতুন নাট্যদল ও মঞ্চ নির্মিত হয়। ক্লাসিক্যাল নাটকের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ভাষা, সুসংহত সংলাপ ও আধুনিক চিন্তাধারার মাধ্যমে নাটক মঞ্চায়নের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। চরিত্র চিত্রায়নের ক্ষেত্রে দেশীয় আঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐতিহাসিক, বিয়োগান্তক ও ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক কমেডি রচিত হতে দেখা যায়।

সৃজনশীল মৌলিক নাটক রচনা

মিসরে নাট্যচর্চা শুরু হয় মূলত অনুবাদকর্মের মাধ্যমে। ইতালি ও ফরাসি ভাষায় রচিত নাটকগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়, পরবর্তীতে ইংরেজি নাটকের অনুবাদ শুরু হয়। অবশ্য মিসরীয় নাট্যকারদের এ অনুবাদকর্ম আরবী নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুহাম্মাদ উসমান জালাল (১৮২৮-১৮৯৮ খ্রি.) অনুবাদকর্মে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[৪০] তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে অপরাপর মিসরীয় নাট্যকারগণ গণমানুষের কাছে গ্রহণীয় ও বিশুদ্ধ রুচিশীল অনুবাদ শিল্পে খ্যাতি লাভ করেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আরবী নাটকে নতুন ধারার প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকারগণ অনুবাদ পরিহার করে সৃজনশীল মৌলিক নাটক রচনায় মেতে উঠেন। এ সময় আরবী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় নাটকের ব্যাপক উন্নতি হয়। আরবী নাটক পরিপক্কতা লাভ করায় তা সমৃদ্ধির পর্বে উন্নীত হয়।

বিশুদ্ধ ভাষায় নাটক রচনার উদ্যোগ

মিসরে আরবী নাটক রচনায় নাট্যকারগণ দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একটি হল আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ অপরটি হল বিশুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ।[৪১] মিসরে আরবী নাট্যচর্চার সূচনা থেকে প্রায় কয়েক দশক মিসরীয় নাট্যচর্চা এমন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আরবী নাটকে এক নতুন ধারা সংযোজিত হয়। এ সময় মিসরীয় নাট্যচর্চায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ বৃদ্ধি পায়। আঞ্চলিক ভাষার প্রসারের কারণে অনেক সময় নাটকের ভাষা ও নাট্যকারদের উদ্দেশ্য দুর্বোদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে অনেকে নাটকে বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষত শিক্ষিত সমাজ নাট্য সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তীব্র বিরোধিতা করে।[৪২] বিপ্লবোত্তর ষাটের দশকে এ ব্যাপারে আরবী নাটকের বেশ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। তরুণ সেনা অফিসার জামাল 'আব্দুন নাসের এর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালিত হলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে নতুন মিসরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অভিনব পরিবর্তন আসে। আরবী নাটকে ভাষার ক্ষেত্রে তরুণ নাট্যকারগণ প্রচলিত আঞ্চলিক ও কথ্য ভাষা ব্যবহার একেবারে পরিহার করেন এবং বিশুদ্ধ ভাষায় রাজনৈতিক অবস্থার চিত্রসহ দার্শনিক অভিব্যক্তি ভিত্তিক ভাবগম্ভীর ও সুচিন্তিত নাটক রচনা করেন।

নাট্যকার ও নাট্যশিল্পের সমালোচনা

বিংশ শতাব্দীতে মিসরে নাট্যসাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে নাট্যসমালোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ শতাব্দীতে নাট্যকার ও তাঁদের নাট্যকর্মের বিভিন্ন সমালোচনাকে কেন্দ্র করে একদল নাট্যসমালোচকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের নাট্য সমালোচনাগুলো দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে। কিভাবে নাট্যশিল্পের আরও উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করা যায়, তার সুচিন্তিত পরামর্শ সেসব সমালোচনায় ফুটে ওঠে।[৪৩] ফলে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে নাট্যনির্ভর একাধিক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে *আত তিয়াতারু* (১৯২৪ খ্রি.), *আন নুনু* (১৯২৪ খ্রি.), *আত তামছীল* (১৯২৪ খ্রি.), *আল মাসরাহ* (১৯২৫ খ্রি.), *আল মুমাছছিল* (১৯২৭ খ্রি.) বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দৈনিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে *আল আহরাম*, *আস সিয়াসাহ*, *কাওকাবুশ-শারক্ব*, *আল বালাগ*, *আল আখবার*, *আল মুকাত্তাম* ও *আস সাবাহ* প্রচলিত ছিল।[৪৪] এ সমস্ত পত্র-পত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনার পাশাপাশি অনেক নাটক সিরিজ আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে আরবী নাটক শুধুমাত্র দর্শনীয় বস্তু না হয়ে পাঠের বিষয় হয়ে উঠে এবং নাট্যশিল্পের ব্যাপারে সাধারণ পাঠকের মনে ইতিবাচক ধারণা তৈরী হয়।

আরবী নাট্যকাব্যের সমৃদ্ধি লাভ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক খালীল আল ইয়াযিজী (১৮৫৬-১৮৮৯ খ্রি.) এর হাতে আরবদের মাঝে পদ্যরীতি অবলম্বনে নাটক রচনার যে ধারার সুচনা হয় তা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পরে এসে প্রখ্যাত কবি আহমাদ শাওকীর (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.) হাতে ব্যাপক সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করে। তিনিই মূলত সর্বপ্রথম সার্থক আরবী নাট্যকাব্য রচনা করেন। এ জন্য তাঁকে আরবী নাট্যকাব্যের প্রবর্তক বলা হয়।[৪৫] তিনি আধুনিক আরবী কাব্যের পাশাপাশি নাট্যকাব্যকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন। নাট্যকাব্য রচনার কারণে প্রথম দিকে তিনি কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হলেও পরবর্তীতে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে যে সমস্ত নাটক রচনা করেন সেগুলোতে ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকার পিয়ের কর্নেই (Pierre Corneille), জ্যঁ রেসিন (Jean Racine), ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) প্রমুখের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাঁদের প্রভাবমুক্ত হয়ে আপন ঐতিহ্যের রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হন এবং আরবী নাট্যকাব্যের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় নাট্যকাব্য আরবী সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয়।[৪৬] শাওকীর রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে অনেকে নাট্যকাব্যের চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে মিসরের প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার 'আযীয আবাযাহ (১৮৯৮-১৯৬৯ খ্রি.) অন্যতম। তিনি আরবী নাট্যকাব্যের উৎকর্ষ ও বিকাশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। তিনি ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যরীতিতে দশটি নাটক রচনা করেছেন, যার অধিকাংশই আরব ইতিহাস নির্ভর। প্রখ্যাত কবি শাওকীর তুলনায় তাঁর কাব্যশক্তি কম হলেও তিনি নাট্যকাব্য রচনায় অধিকতর বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর রাখেন।[৪৭]

প্রতিভাবান নাট্যকারগণের আবির্ভাব

বিংশ শতাব্দীতে মিসরের আরবী নাট্যভুবনে বেশকিছু প্রতিভাবান ও দক্ষ নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা বিষয় বৈচিত্র্য, আঙ্গিক রূপান্তর ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব দানের মাধ্যমে আরবী নাটককে সমৃদ্ধ করেন। এ সব লেখকদের মাঝে মাহমুদ দিয়াব, মুহাম্মদ আওয়াদ, সরওয়াত আবাযা, মাহমুদ গুনাইম, ইউসুফ শারোনী, ইউসুফ ইদরীস, ড. নাজীব কীলানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মাঝে মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক মাহমুদ দিয়াব আরবী নাট্যসাহিত্যে অনন্য অবদান রাখেন। তিনি বিভিন্ন নাটক রচনার মাধ্যমে আরবী নাট্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে *আয যাওবা'আহ* (الزوبعة : ঘূর্নিঝড়) সর্বাধিক পরিচিতি। ইউনেস্কো সাহিত্য প্রতিযোগিতায় এ নাটকটি স্থান পায় এবং কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। মিসরের বিশিষ্ট প্রতিভাধর সাহিত্যিক মাহমূদ গুনাইম (১৯০২-১৯৭২ খ্রি.) আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর প্রধান পরিচয় কবি হিসেবে হলেও নাট্য শাখায় তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর *আল নাসর লি মিসর আও হাযীমাতু লূয়ীস আত তাসি* (النصر لمصر أو هزيمة لويس التاسع : মিসরের বিজয় ও নবম লূয়ীসের পরাজয়) আরবী সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ নাটকের জন্য তিনি মিসর উচ্চসাহিত্য পরিষদের পুরষ্কার লাভ করেন।

আরবী নাট্যসাহিত্যে প্রখ্যাত কবি খলীল মুতরান (১৮৭২-১৯৪৯ খ্রি.) এর অবদান অনস্বীকার্য। প্রধানত কবি হওয়ায় তাঁর নাট্যকলায় কবি সূলভ কল্পনা বিলাস ও ভাবাবেগ স্থান পেয়েছে। নাটক তাঁর কবি

প্রত্যয়েরই বাহন। তবে তা আরবী সাহিত্যের গৌরবময় অধ্যায়ের সুচনা করে এবং আরবী নাট্য শাখাকে উন্নত, অনুপম ও ঐশর্যমণ্ডিত করে তোলে। ১৯৩৫ সাল হতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি মিসরের জাতীয় নাট্যদলের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি অনেকগুলো নাটক অনুবাদ করেন। এ ছাড়াও মিসরের নাট্যসাহিত্যাঙ্গনে বেশ কিছু নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে আরবী নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও আকষর্ণীয় করে তোলেন। তাঁদের মধ্যে মাহমুদ তাইমূর, তাওফীক আল হাকীম, আলী আহমাদ বাকাছীর, কবি ওমর আবূ রীশা, আব্দুর রহমান শুকরী, আব্দুল মাজীদ, আব্দুল আতি জালাল, মুহাম্মদ আব্দুল গণি, মুহাম্মদ আওয়াদ ইবরাহীম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৪৮]

নাট্যচর্চার বিকাশে বিংশ শতাব্দীর কতিপয় বিখ্যাত মিসরীয় নাট্যকার

আরবী নাট্যচর্চা বিকাশের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দী নাট্যশিল্পের একটি সোনালী অধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে পুরো আরব বিশ্ব জুড়ে নাট্যচর্চার ব্যাপক আলোড়ন দেখতে পাওয়া যায় এবং পর্যায়ক্রমে আরবী নাট্যসাহিত্য ধীরে ধীরে শিল্পগত উৎকর্ষ ও বিষয়গত ব্যাপ্তির দিক থেকে অনেকখানি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায়। আরবী নাট্যচর্চা বিকাশের ক্ষেত্রে মিসরীয় নাট্যকারগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় মিসর পুরো আরব বিশ্বে নাট্যশিল্পের মূল লালন কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত মিসরীয় নাট্যকারগণ নাট্যচর্চা বিকাশের ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রাখেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ইবরাহীম রামযী

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক জুড়ে প্রতিনিধিত্বশীল অমর নাট্যকার ইবরাহীম রামযী (১৮৮৪-১৯৪৯ খ্রি.)। তিনি একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও অনুবাদক। তিনি ঐতিহাসিক ও হাস্যরসাত্মক নাট্যসিরিজ রচনা করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইংল্যান্ডে অধ্যয়নকালে নাটক প্রযোজনা করে প্রথম ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তথায় অধ্যয়নকালে নাট্যশিল্পের উপর বিপুল দক্ষতা অর্জন করেন এবং বেশ কিছু ইউরোপীয় নাটক অনুবাদ করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ১৯১৫ খিস্টাব্দে রচিত ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ *আবত্বালুল মানসুরাহ* নাটকে তিনি ক্রুসেড যুদ্ধে মিসরীয় যুবকরা যে শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করে তার এমন একটি চিত্র অংকন করেন যা পাঠকের সামনে জীবন্ত প্রতিভাত হয়।[৪৯] *আল হাকিম বি আমরিল্লাহ* (الحاكم بامر الله : আল্লাহর মনোনিত শাষক) নাটকটিও তাঁর অমর সৃষ্টি। একই সালে রচিত এ ঐতিহাসিক নাটকটি বিতর্কিত ফাতিমীয় খালীফা হাকীম সম্পর্কিত। তাঁর নাটকীয় কার্যকলাপ মিসরীয় নাট্যকারদের পর্যন্ত বিমোহিত করে। ১৯১৬ খিস্টাব্দে তিনি তৃতীয় ঐতিহাসিক নাটক *বিন্‌তুল ইখশীদ* (بنت الاخشيد : ইখশীদ এর কন্যা) রচনা করেন। একই বছর তাঁর আরো একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক কমেডি *দুখূল আল-হাম্মাম* (دخول الحمام : শৌচাগারে প্রবেশ) প্রকাশিত হয়। দু'বছর পর ১৯১৮ খিস্টাব্দে রচনা করেন ঐতিহাসিক নাটক আল বাদুভীয়্যাহ (البدوية : বেদুইন)। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে রামযী রচিত ভাবগম্ভীর নাটক *সুরখাতুত ত্বিফল* (صرخة الطفل : শিশুর আর্তনাদ) প্রকাশিত হয়। এ নাটকটিতে মিসরের বিপর্যস্ত সামাজিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। এছাড়াও তাঁর রচিত *বিনতুল ইয়াওম* (بنت اليوم : আধুনিক কন্যা), *আল ফাজর আল সাদিক* (الفجر الصادق : সত্য প্রভাত) ও *ক্বালবুল মারআহ* (قلب المرأة : নারীর হৃদয়) বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।[৫০]

আলী আহমাদ বাকাছীর

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আরবী নাট্যসাহিত্যের অন্যতম নক্ষত্র আলী আহমাদ বাকাছীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.) আধুনিক আরবী নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষ ও বিকাশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। আরবী নাট্যভুবনে তাওফীক আল হাকীমের পরেই তাঁর অবস্থান। তিনি চল্লিশের অধিক নাটক রচনা করেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। আরব জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধই তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোর মাঝে

আসহাবুল গার (أصحاب الغار : গুহাবাসী) সবচেয়ে বেশি প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।[৫১] এছাড়াও তাঁর রচিত *আল সিলসিলাতু ওয়াল গুফরান* (السلسلة والغفران : সিরিজ অপরাধ ও ক্ষমা) নাটকটি মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পুরস্কার লাভ করে।[৫২] তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৯ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এখানে অধ্যয়নকালে তিনি ইংরেজি নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপিয়র এর সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন।[৫৩] তিনি শেকসপিয়র কর্তৃক রচিত *রোমিও জুলিয়েট* নাটকটি মুক্তছন্দে অনুবাদ করেন। এরপর প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য অবলম্বনে তিনি *আখনাতুন ওয়া নিফিরতিতি* (أختانون ونفرتيتي : সম্রাট আখেনাতেন ও রাণী নেফেরতিতি), *কাসরুল হাওদাজ* (قصر الهودج : হাওদাজ প্রাসাদ), *আল ফির'আউন আল মাও'উদ* (الفرعون الموعود : প্রতিশ্রুত ফারাও), *সিররু শাহরযাদ* (سر شهرزاد : শেহেরযাদের গোপন কথা), *মা'সাতু উদীব* (مأساة أوديب : রাজা ইডিপাসের দু:খ) প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে বাকাছীর আধুনিক রাজনীতি নিয়ে লেখালেখি করেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ায় হল্যান্ডের উপনিবেশীদের বিরুদ্ধে *দা'ওয়াতুল ফিরদাউস* (دعوة الفردوس : জান্নাতের আহবান), ফিলিস্তীনে ইহুদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে *শায়লূক আল জাদীদ* (شيلوك الجديد : নতুন শাইলক), *শা'বুল্লাহ আল মুখতার* (شعب الله المختار : আল্লাহর নির্বাচিত জাতি) এবং মিসরে ইংরেজ উপনিবেশবাদ ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে *মিসমারু জুহা* (مسمار جحا : জুহার পেরেক) ও ইম*বারাতূরিয়াহ ফিল মাযাদ* (إمبراطورية في المزاد : নিলামে সাম্রাজ্য) নাটক রচনা করেন।[৫৪]

মাহমুদ তাইমুর

মাহমুদ তাইমুর (১৮৯৪-১৯৭৩ খ্রি.) মিসরীয় নাট্যসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। তিনি নাট্যকারের পাশাপাশি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী। নাটক রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা প্রায় বিশ, যার অধিকাংশই একাঙ্কিকা।[৫৫] তাঁর নাটকের ভাব, ভাষা ও সংলাপ যথেষ্ঠ উন্নত ও সাবলীল। তিনি প্রথম দিকে ক্লাসিক ও কথ্য ভাষায় অনেক নাটক রচনা করেন, পরর্তীতে তিনি বিশুদ্ধ ভাষায় নাটক রচনা করেন। তবে তিনি অধিকাংশ নাটকে গ্রামীন চিত্রগুলো আকর্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তোলার কারণে পাঠকের নিকট আঞ্চলিক ভাষার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। তিনি মনে করেন নাটকের জন্য আঞ্চলিক ভাষাই অধিক মানানসই।[৫৬] তাঁর বেশ কয়েকটি রোমান্টিক নাটকও রয়েছে। তাঁর রচিত তিন অঙ্কের রোমান্টিক নাটক *সুহাদ* (سهاد : মধ্যবয়সী বিধবা এক আরব নারী) ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে আরও একটি রোমাঞ্চকর নাটক *'আওয়ালী* (عوالي : অভিজাত পরিবারের অনাথ এক যুবতী রমণী) পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়।[৫৭] তবে তাঁর অধিকাংশ নাটক সমাজ ও সামাজিকতা নির্ভর। সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকগুলোতে তাঁর সুদক্ষ হাতের কারুকার্যতা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চাশের দশকের প্রারম্ভ হতে তিনি সামাজিক নাটক রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। *আরুসুন নীল* (عروس النيل : নীল নদের বধূ), *আবু শুশা* (أبو شوشة : একটি ষাঁড়ের নাম), *আল মাওকিব* (الموكب : মিছিল), *আস সু'লুক* (الصعلوك : যাযাবর), *হাফলাতু শাঈ* (حفلة شاى : চায়ের আসর), *ক্বানাবিল* (قنابل : বোমা), *কিযব ফী কিযব* (كذب في كذب : মিথ্যার মাঝে মিথ্যা) তাঁর রচিত সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৮] সামাজিক নাটকের পাশাপাশি তাইমুর রাজনীতি বিষয়ক নাটক রচনা করেন। তাঁর রাজনীতি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য নাটক *আয যা'য়ীম* (الزعيم : নেতা) ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ছয় অঙ্কের এ নাটকটি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। খণ্ডাকারে অভিনীত এ নাটকটি প্রতি দু'মাস পরপর এক একটি দৃশ্য অভিনীত হওয়ায় পুরো নাটকটির অভিনয় সম্পন্ন করতে দীর্ঘ এক বছর সময় কেটে যায়।[৫৯] এ ছাড়াও মাহমুদ তাইমুর ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে ছয়টি নাটক রচনা করেন।

তাওফীক আল হাকীম

আধুনিক আরবী নাটকের প্রাণপুরুষ, প্রখ্যাত মিসরীয় কথাশিল্পী তাওফীক আল হাকীম (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রি.) অনন্য প্রতিভা নিয়ে আরবী নাট্য জগতে আবির্ভূত হন। তাঁকে আধুনিক আরবী নাটকের জনক ও অগ্রদূত বলা হয়।[৬০] কাব্য ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য শাখা তাঁর অনবদ্য রচনায় সমৃদ্ধ। তিনি ফ্রান্সে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গিয়ে প্রথমেই শিল্প, সংস্কৃতি ও নাট্যকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের মূলনীতিসমূহ অধ্যয়নের পর নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৬১] ফলে তাঁর রচনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। বিশেষত গ্রিক বা ফরাসি নাটকের প্রভাব তাঁর নাট্যসাহিত্যে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে তা পূর্ণ অনুকরণ নয়, বরং তাঁর প্রতিটি নাটকই আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল ও সৃষ্টিতে মৌলিক। তিনি নাটককে করেছেন জীবনমুখী এবং মঞ্চায়নকে করেছেন বাস্তবানুগ। তাঁর নাট্যকর্ম মূলত তিনটি ধারায় রচিত হয়েছে, প্রথমটি সামাজিক ধারা, দ্বিতীয়টি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা এবং তৃতীয়টি বাস্তবানুগ ধারা। সমাজ, জীবন ও বাস্তবমুখী নাটক রচনার মাধ্যমে তিনি আরব সমাজে আরবী নাট্যচর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

তিনি আরবী নাট্যরীতির প্রাচীন ধারা পরিবর্তন করে বেশ কিছু নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। পুনরাবৃত্তি মুক্ত করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আরবী নাট্যসাহিত্যকে আধুনিকতার দিকে প্রবাহিত করেন। নাটকের ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ এবং বিষয়বস্তুতে সামাজিক জীবনের ঘটনাপ্রবাহ অবলম্বন, পাঠকের মনের কথার প্রতিফলন, কাহিনীতে নিরবচ্ছিন্ন গতি, নাট্যরীতিতে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক আদর্শের প্রতি গুরুত্বারোপ তাঁর রচনাকে করেছে সার্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ। ফলে তাঁর অধিকাংশ রচনাকর্ম অনূদিত হয়ে আরবী সাহিত্য জগতের স্বল্পায়তন ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের বৃহৎ অঙ্গনে অনুপ্রবেশ করে।

মূলত তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে আরবী নাট্যশিল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তাঁর হাতে একদিকে যেমন গদ্যরীতিতে স্বার্থক নাটকের সৃষ্টি হয়, তেমনি শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনও সেখানে পাওয়া যায়।[৬২] তাঁর প্রচেষ্টা ও অবদানের কারণে আরবী নাটক বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়।[৬৩] তাঁর নাটকের সংখ্যা বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপিয়র (William Shakespeare) কিংবা বিখ্যাত নাট্যকার জন গালসওয়ার্থি (John Galsworthy) এর নাট্য সংখ্যার সমান বলে ধারণা করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক জন আলফ্রেড হায়উড (J. A. Haywood) বর্ণনা করেন: *Hakim's dramatic output equals in quantity that of Shakespeare Shaw or Galsworthy*।[৬৪]

তাঁর নাটকগুলোর মাঝে *শাহারযাদ* (شهرزاد : রাণী শাহারযাদ) নাটকটি সমসাময়িক সাহিত্যাঙ্গনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি তাঁর অন্যতম ট্রাজেডি নাটক। এ নাটকটি প্যারিস, লন্ডন, ওয়াশিংটনসহ বিভিন্ন দেশে অনূদিত হয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর *আহলুল কাহাফ* (أهل الكهف : গুহাবাসী) নাটকটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। নাটকটি আরবী নাট্যসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ড. ত্বাহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) নাটকটিকে আরবী সাহিত্যে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করেন।[৬৫] এছাড়াও তাঁর *সুলাইমান আল হাকীম* (سليمان الحكيم : বিচারক সুলাইমান) নাটকটি আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে: *আশ শয়তান ফী খাতার* (الشيطان في خطر : শয়তান বিপদে) *আল মালিক উদীব* (الملك أوديب : সম্রাট ইডিপাস), *আল আয়দী আল নায়ি'মাহ* (الأيدي الناعمة : কোমল হাতগুলো), *আশওয়াকুস সালাম* (أشواك السلام : শান্তির অন্তরায়সমূহ), *রিহলাহ ইলাল*

গাদ (رحلة إلى الغد : আগামীর পথে যাত্রা), *ইয়া ত্বালিআ'শ শাজারাহ* (يا طالع الشجرة : হে বৃক্ষে আরোহনকারী), *আত তু'আম লিকুল্লি ফাম* (الطعام لكل فم : প্রতিটি মুখে খাবার), *শামসুন নাহার* (شمس النهار : দিনের সূর্য), *আল ওয়ারত্বাহ* (الورطة : দুর্গম ভূমি), *আদ দুন্‌য়া* (الدنيا : পৃথিবী), *আল সাফাকাহ* (الصفقة : করতালি) *রাসাসাহ ফী আল-কালব* (رصاصة في القلب : হৃদয়ে বুলেট), *মাজলিসুল আ'দল* (مجلس العدل : ইনসাফ পরিষদ), *আল হামীর* (الحمير : গাধা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৬৬] এ সব নাটকের অধিকাংশই রুশ, ইতালি, ফরাসি, জার্মান ও ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। একজন যথার্থ ও স্বার্থক নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাটকগুলো জনসাধারণের নিকট বেশ সমাদৃত হয়। চরিত্র চিত্রায়ণ ও ভাষার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে নাটকের বিষয়বস্তু তিনি যেভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, তা আরব নাট্যকারদের মাঝে তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাঁর প্রস্থানের পর আরবী নাটকের সম্প্রসারণ ঘটেছে সত্য, কিন্তু তাঁর অভাব অস্বীকার করা আজও সম্ভবপর হয়নি।

ড. নাজীব কীলানী

ড. নাজীব কীলানী (১৯৩১-১৯৯৫ খ্রি.) আধুনিক আরবী সাহিত্যের অনন্য প্রতিভার অধিকারী একজন মিসরীয় সাহিত্যিক। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। আরবী কথা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর ব্যাপক অবদান লক্ষ্য করা যায়। পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, মানসিকতার উদারতায়, সমাজ সংস্কারের তৎপরতায় এবং শিল্পকর্মে ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ সাধন প্রচেষ্টায় তাঁর যে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, তা আরব ভূখণ্ডের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। তিনি ছিলেন মৌলিক আধুনিক ইসলামী উপন্যাস ও নাটকের অগ্রদূত।[৬৭] সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আশির অধিক। এসব রচনাবলীতে তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেন।[৬৮] তাঁর রচিত নাটকগুলোর মধ্যে *'আলা আসওয়ারি দিমাস্ক* (على أسوار دمشق : দামেস্কের প্রাচীরসমূহ) উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্যকর্ম ইতালি, ইংরেজি, তুর্কী, উর্দূ ও বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে শিক্ষিত সমাজ পর্যন্ত সকলের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি যে সমস্ত নাটক রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: *জেনারেল আলী* (جنرل علي : জেনারেল আলী), *মুহাকামাতুল আসওয়াদ আল 'উনসী* (محاكمة الأسود العنسي : আসওয়াদ 'উনসীর হত্যার বিচার), *সারায়ীফু হাবিবাতী* (سراييفو حبيبتي : সারায়েভো আমার ভালোবাসা), *হাসনাউ বাবিল* (حسناء بابل : ব্যাবিলনের সুন্দরী রমণী)।[৬৯]

উপসংহার

আরবী নাট্যচর্চার সবচেয়ে বেশী উৎকর্ষ সাধিত হয় বিংশ শতাব্দীতে। আরবী নাট্যচর্চার বিকাশে মিসরীয় সরকারের কতিপয় প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং মিসরের বিভিন্ন নাট্যকার ও নাট্যদলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যাপক অবদান রাখে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টাতে যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে নাটকের গঠন কাঠামোতে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। এ দীর্ঘ সময় নাটকের ভাব সুবিন্যস্তকরণ, ভাষা ও শব্দ চয়ন, রচনাশৈলীর অলংকরণ এবং সংলাপ উপস্থাপনে অবর্ণনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। এমনকি অনেকে কাব্যরীতিতে নাটক রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। অপর দিকে বিশুদ্ধ ভাষায় নাটক রচনার উদ্যোগ এ শতাব্দীর আরবী নাট্যসাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে। এছাড়া নাটক রচনার ক্ষেত্রে অনুবাদকর্ম পরিহার করে মৌলিক নাটক রচনায় নাট্যকারদের আত্মনিয়োগ এ শতাব্দীর একটি বড় অর্জন। বিংশ শতাব্দীতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রতিভার মাধ্যমে আরবী নাট্যচর্চাকে যারা বেগবান করে তোলেন, তাঁদের মধ্যে আহমাদ শাওকী, আনতুন ফারাহ, ইবরাহীম রামযী, মাহমুদ

তাইমূর, আলী আহমাদ বাকাসীর ও তাওফীক আল হাকীম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মিসরে আরবী নাট্যচর্চার বিকাশে এ সকল নাট্যকার ও সাহিত্যিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় তাঁদের নাম চির সমূজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

টিকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ড. 'উমার দাসূকী, *আল মাসরাহিয়্যাতু: নাশ'আতুহা ওয়া তারিখুহা ওয়া উসূলুহা* (কায়রো: দারুল ফিকরিল 'আরাবী, পঞ্চম সংস্করণ, তা: বি:), পৃ. ০৫।

২ ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ নাজম, *আল মাস্‌রাহিয়্যাতু ফিল আদাবিল 'আরাবী আল হাদীস* (বৈরুত: দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৯৭।

৩ আরবী নাটকের সূচনা নিয়ে গবেষকদের মাঝে বেশ মতভেদ রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক মীরা টিনি তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যাপক তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করে একটি সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য উল্লেখ করেন। তাঁর মন্তব্যটি নিম্নরূপ:

There was no suitable environment for the development of dramatic theatre in the Arab world prior to the mid-nineteenth century. This is especially due to the absence of an encouraging model and a lack of interest. In addition, while the ta'ziyah was indeed thriving in that period, it was limited to the Shi'a community only.

দ্রষ্টব্য: Mira Teeny, *Origins of Arabic Theatre: A Transcultural Theatrical Relation Between Arabic and European Theatre,* (A thesis for the degree of Master of Arts in Comparative Literature, School of Arts and Sciences, Lebanese American University, April-2017), p. 27.

৪ Khalifah Alhajri, "Early Arabic Drama" *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts*. Volume: 2, Issue: 2, Ukraine, 2019, p. 120

৫ J. A. Haywood, *Modern Arabic Literature* (London: Lund Humphries, 1971), p.29-30.

৬ ড. শাওকী দ্বায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, দশম সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৩।

৭ M. M. Badawi, *Modern Arabic Literature* (London: Cambridge University Press, 1992), p. 331.

৮ ড. মোস্তাক মোহাম্মদ ও এ. এস. মোহাম্মাদ আলী, *আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (কুষ্টিয়া: সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ প্রমোশন, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ: ১২৫।

৯ জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাহ আল 'আরাবিয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকরিল 'আরাবী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫০২।

১০ হান্না ফাখূরী, *আল মু'জায ফিল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারিখুহু* (বৈরুত: দারুল জীল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.) পৃ. ১৩৬; ড. ইউসুফ নাজম, *আল মাস্‌রাহিয়্যাতু ফিল আদাবিল 'আরাবী আল হাদীস* পৃ. ৩৩-৩৪; M. M. Badawi, *Early Arabic Drama* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988 A.D), p. 42.

১১ হান্না ফাখূরী, *আল জামি ফী তারিখিল আদাবিল 'আরাবী-আল আদাবুল হাদীস* (বৈরুত: দারুল জীল, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩২।

১২ ড. শাওকী দ্বায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ১৩।

১৩ আহমাদ হাসান যায়্যাত, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, সং: বি: ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪১৬।

১৪ ড. মুহাম্মাদ সালিহ শানতী, *আল আদাবুল 'আরাবী আল হাদীস* (সৌদী আরব: দারুল আন্দালুস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৬।

১৫ **খেদিভ ইসমাঈল পাশা:** ইসমাঈল পাশা ছিলেন ইবরাহীম পাশার তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ আলী পাশার নাতি। তিনি কায়রোর আল মুসাফির খানা প্রাসাদে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশর ও সুদানের খেদিভ এবং মুহাম্মদ আলী রাজবংশের পঞ্চম শাসক ছিলেন। ১৮৬৩ থেকে ১৮৭৯ পর্যন্ত তিনি এই

পদে ছিলেন। তিনি তাঁর দাদা মুহাম্মদ আলী পাশার মত উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং তাঁর শাসনামলে মিশর ও সুদানে অনেক আধুনিকায়ন করা হয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আরবী সাহিত্যের বিকাশে তিনি ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি ১৮৭৯ সালে রেসিনায় নির্বাসনে যান এবং ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি নির্বাসনে থাকেন। পরবর্তীতে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ কর্তৃক তিনি ইস্তাম্বুলের এমিরগান প্রাসাদে ফিরে আসেন ও মৃত্যু পর্যন্ত এখানে অনেকটা বন্দি জীবন কাটান। ১৮৯৫ সালে তাঁকে কায়রোতে দাফন করা হয়।

দ্রষ্টব্য: *https://bn.wikipedia.org/wiki/ ইসমাইল পাশা* (লগ ইন তারিখ: ২০-০২-২০২০খ্রি.)

[১৬] **সুয়েজ খাল:** মিশরের সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত একটি কৃত্রিম সামুদ্রিক খাল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সাঈদ পাশা মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ দে লেসেপ্স এর সহায়তায় ১৮৫৯ সালে এ খাল খনন করার কাজ শুরু করেন। মূলত তিনিই এই খাল খননের প্রধান উদ্যোক্তা। তারপর খেদীভ ইসমাঈলের শাসনামলে ১৮৬৯ সালে এ খাল খননের কাজ শেষ হয়। জাহাজ চলাচল করার জন্য পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এ খালটি লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। এর এক পার্শ্বে পোর্ট সাঈদ এবং অপর পার্শ্বে সুয়েজ বন্দর অবস্থিত। এ খালের দৈর্ঘ্য ১৬৮ কি.মি. এবং প্রস্থ ১৫০ মিটার ও গভীরতা ১২ মিটার। এ খাল আরব ও ইউরোপের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গুরুত্ব পালন করেছে।

দ্রষ্টব্য: https://bn.wikipedia.org/wiki/সুয়েজ খাল (লগ ইন তারিখ: ০৫-০৩-২০২০খ্রি.)

[১৭] ড. 'উমার দাসূকী, *আল মাসরাহিয়্যাতু: নাশ্'আতুহা ওয়া তারিখুহা ওয়া উসূলুহা*, পৃ. ১৫।

[১৮] ড. আহমাদ হায়কাল, *তাতাওউরুল আদাবিল হাদীস ফী মিসর* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৮২।

[১৯] ড. শাওকী দ্বায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২১৩; ড. হাসান শাযুলী ফারহূদ ও অন্যান্য, *আল আদাবু ওয়ান নুসুস* (সৌদী আরব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ১৪০-১৪১।

[২০] Nevill Barbour, "The Arabic Theatre in Egypt", *Bulletin of the School of Oriental Studies*, Vol. 8, No. 1, University of London, 1935, p. 173.

[২১] ড. আহমাদ হায়কাল, *তাতাওউরুল আদাবিল হাদীস ফী মিসর*, পৃ. ৮২।

[২২] M. M. Badawi, "The Father of the Modern Egyptian Theatre: Ya'Qub Sannu", *Journal of Arabic Literature*, Volume: 16, Issue: 1, Netherlands: Brill, Jan-1985, p. 132-133.

[২৩] Philip Sadgrove, *The Egyptian Theatre in the Nineteenth Century: 1799-1882.* (Berkshire, UK: Ithaca, 1st Edition. 1996), p. 108-109.

[২৪] Matti Moosa, "Ya'qub Sanu' and the Rise of Arab Drama in Egypt", *International Journal of Middle East Studies*, Volume: 5, Issue: 4, Cambridge University Press, Sep-1974, p. 401.

[২৫] Matti Moosa, "Naqqash and the Rise of the Native Arab Theatre in Syria", *Journal of Arabic Literature*, Volume: 3 Issue: 1, Netherlands: Brill, Jan-1972, p. 110.

[২৬] বুতরুস বুসতানী, *উদবাউল 'আরব ফী আন্দুলুস ওয়া আসরিল ইন্'বি'আছ*, পৃ. ৪৩৫, জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাহ আল 'আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ৫০৩।

[২৭] ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ নাজম, *আল মাস্রাহিয়্যাতু ফিল আদাবিল 'আরাবী আল হাদীস*, পৃ. ৯৭।

[২৮] আব্দুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: মুক্তধারা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ১৬৮।

[২৯] ড. আহমাদ হায়কাল, *আল আদাবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফী মিসর* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, সং: বি: ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ২৯৭; ড. আহমাদ হায়কাল, *তাতাওউরুল আদাবিল হাদীস ফী মিসর*, পৃ. ৪১৭।

[৩০] M. M. Badawi, *Early Arabic Drama*, p. 66.

[৩১] ড. 'উমার দাসূকী, *আল মাসরাহিয়্যাতু: নাশ্'আতুহা ওয়া তারিখুহা ওয়া উসূলুহা*, পৃ. ৩৩।

[৩২] ড. শাওকী দ্বায়ফ, *আল আদবুল 'আরাবী আল মুআ'সির ফী মিসর*, পৃ. ২১৪।

[৩৩] বুতরুস বুসতানী, *উদবাউল 'আরাব ফী আন্দুলুস ওয়া আসরিল ইন্'বিআ'ছ*, পৃ. ৪৩৬; ড. শাওকী দ্বায়ফ, *আল আদবুল 'আরাবী আল মুআ'সির ফী মিসর*, পৃ. ২১৫।

[৩৪] M. M. Badawi, *A Short History of Modern Arabic Literature* (Oxford: Oxford University Pess, 1993), p. 14.

[৩৫] ড. আহমাদ হায়কাল, *তাতাওউরুল আদাবিল হাদীস ফী মিসর*, পৃ. ৪১৮।

[৩৬] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ, *আল আদাবুল হাদীস: তারীখুন ওয়া দিরাসাতুন* (রিয়াদ: দারু আব্দুল আজীজ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৫৯; M. M. Badawi, *Modern Arabic Drama in Egypt,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), p. 139-40.

[৩৭] ড. আলী রা'য়ী, *আল মাসরাহু ফিল ওয়াতিন 'আরাবী* (কুয়েত: মাজলিসুল ওয়াতান লিস সিকাফাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৮৫-৮৬।

[৩৮] মাহমূদ তাইমূর, *ত্বালায়ীউল মাসরাহিল আরাবী* (কায়রো: মাকতাবাতুল আদাব, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৪১; ড. আহমাদ হায়কাল, *আল আদবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফী মিসর*, পৃ. ২৯৭।

[৩৯] Navill Barbour, "The Arabic Theatre in Egypt", p. 175-6.

[৪০] ড. 'উমার দাসূকী, *আল মাসরাহিয়্যাতু: নাশ্আতুহা ওয়া তারিখুহা ওয়া উসূলুহা*, পৃ. ২১।

[৪১] হান্না ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ৯১৮।

[৪২] আব্দুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৮।

[৪৩] M. M. Badawi, *Early Arabic Drama*, p. 121.

[৪৪] ফিলিপ দি তার্‌রাজি, *তারিখুস সাহাফাতিল আরাবিয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: আল মাতবায়াতুল আমীর, সং: বি:, ১৯৩৩ খ্রি.), পৃ. ১৬২-৬৪, ৩১৪-১৬।

[৪৫] ড. 'উমার দাসূকী, *আল মাসরাহিয়্যাতু: নাশ্আতুহা ওয়া তারিখুহা ওয়া উসূলুহা*, পৃ. ৫১; আবদুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী সাহিত্য*, পৃ. ৭।

[৪৬] ড. আহমাদ হায়কাল, *আল আদবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফী মিসর*, পৃ. ৩০২।

[৪৭] ড. ইসমাঈল সাইফী, *'আযীয আবাযা বায়না শু'আরাইল মাসরাহিল 'আলামী* (আলেকজান্দ্রিয়া: দারুল মা'রিফাহ আল জামিয়ি'য়্যাহ, সং: বি:, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১০।

[৪৮] ড. শাওকী দ্বায়ফ, *আল আদবুল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২১৫।

[৪৯] *তদেব*।

[৫০] *তদেব*।

[৫১] ড. শাযুলী ফারহুদ ও অন্যান্য, *আল আদাবু ওয়ান নুসুস*, পৃ. ৬০।

[৫২] দ্রষ্টব্য: https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_أحمد_باكثير (০২.০৪.২০২০ খ্রি.)

[৫৩] ড. মুহাম্মাদ বিন সাদ বিন হুসাইন, *আল আদাবুল হাদীছ: তারীখুন ওয়া দিরাসাতুন*, (রিয়াদ: দারু আব্দুল আজীজ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৩।

[৫৪] ড. মুহাম্মাদ মানদূর, আল মাসরাহুন নাসরী (কায়রো: দারু নাহযাতি মিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১০৮।

[৫৫] নাযিয়া আল হাকিম, *মাহমূদ তাইমূর রায়িদু কিসসাতুল আরাবিয়্যাহ* (কায়রো: মাতবাআতুন নীল, প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৪ খ্রি.), পৃ. ৭৫।

[৫৬] আনোয়ার জুনদী, *কিসসাতু মাহমূদ তাইমূর* (কায়রো: দারু ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ১০৪-১১০।

[৫৭] M. M. Badawi, *Early Arabic Drama*, p. 89.

[৫৮] আনোয়ার জুনদী, *কিসসাতু মাহমূদ তাইমূর*, পৃ. ১০৫-৬।

[৫৯] মুহাম্মাদ মোস্তাফা বাদাবী, *আল মাসরাহুল 'আরাবী আল হাদীস ফী মিসর*, (কায়রো: আল মারকাজুল কাওমী লিত তারজামাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২০৫-৬; ড. মুহম্মাদ যগলুল সালাম, *আল মাসরাহ ওয়াল মুজতামা' ফী মি'আতি 'আম* (মিসর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৭৯।

[৬০] ড. শাযুলী ফারহুদ ও অন্যান্য, *আল আদাব ওয়াল নাসূস* (সৌদি আরব: ওযারাতুল মাআ'রিফ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৪৩; ড. ওফা আলী সলীম, *মিন রওয়ায়ি'ল আদাবিল 'আরাবী* (কুয়েত: দারুল বাহুছ আল ইল্‌মিয়্যাহ, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ২১৫।

[৬১] ড. শাওকী দ্বায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ২৮৯।

[৬২] ড. আহমাদ হায়কাল, *আল আদাবুল কাসাসী ওয়াল মাসরাহী ফী মিসর*, পৃ. ৩৭১।

[৬৩] *https://en.wikipedia.org/wiki/Tawfiq al-Hakim.* (লগ ইন তারিখ: ২০-১০-২০১৯ খ্রি.)

[৬৪] J. A. Haywood, *Modern Arabic Literature*, p. 202.

[৬৫] ড. শাওকী দ্বায়ফ, *আল আদাবুল আরাবী আল মুআ'সির ফী মিসর*, পৃ. ২৯৪

[৬৬] তাওফীক আল হাকীম, *'আহদুশ শায়তান*, (মিসর; মাকতাবাতু মিসর, স: বি:, প্রকাশনার তারিখ নেই), পৃ. ৩-৪।

[৬৭] J. A. Haywood, *Modern Arabic Literature*, p. 357.

[৬৮] ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, *আরবী সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা* (রাজশাহী: পরিলেখ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৭০।

[৬৯] *তদেব*, পৃ. ৭২।